My First Faculty Developmental Training

আমার প্রথম অধ্যাপক–অধ্যাপিকা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

প্রায় ৩৫ বছর আগে আইএমএক্স–এ (IMX) যোগ দেওয়ার পর থেকেই আমি আমার ডিরেক্টর ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের (Board members) কাছে অভিযোগ করে আসছিলাম যে, আমার পেশাগত উন্নয়নের জন্য আইএমএক্স কিছুই করছে না। একবার পর্ষদের এক সদস্য আমাকে জিজ্ঞাসাই করলেন, "নরেন্দ্র, তুমি তো এখানে দশ বছরেরও বেশি পূর্ণ অধ্যাপক হয়ে কর্মরত আছ; এখন আর কী ধরনের উন্নয়ন তুমি প্রত্যাশা করো?" আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে উত্তর দিয়েছিলাম, "স্যার, আমার বাকিটা জীবন কি আমি বুদ্ধিজীবি হয়ে ও প্রশাসনিক কাজের এই একই স্তরেই স্থবির হয়ে পড়ে থাকব এবং আস্তে আস্তে জরাজীর্ণ হয়ে যাব?" আমার জবাবে অবশ্য বিশেষ কোনো কাজ হয়নি; শেষমেশ আমার অবসর গ্রহণের (superannuation) পাঁচ বছর পর আমি এই প্রতিষ্ঠানে আমার প্রথম প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই।

আইএমএক্স, 'ন্যাশনাল ম্যানেজমেন্ট ফ্যাকাল্টি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার' (NMFDC)-এর অধীনে এবং আইভি স্কুলের (Ivey School) সহযোগিতায়, তাদের প্রথম অধ্যাপক–অধ্যাপিকা উন্নয়ন কর্মসূচিটি শুরু করতে যাচ্ছিল। কাকতালীয়ভাবে, এই উদ্দেশ্যেই গঠিত আইএমএক্স-এর পরিচালনা পর্ষদের একটি উপকমিটিতে আমি ছিলাম। কমিটির সদস্য হিসেবে এই কর্মসূচিটির অনুমোদন দেওয়ার পর, এটিকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার গুরুদায়িত্ব থেকে আমার পক্ষে সরে আসা আর সম্ভব ছিল না। ডিরেক্টর আমাকে আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রশিক্ষণ চলার সময়ে আমাকে অবশ্যই ক্যাম্পাসে থাকতে হবে, কারণ ওই সময়েই সম্ভবত সেন্টারটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। তাছাড়া, আমাকে আমার স্ত্রীকেও সাথে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল; কারণ বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক সমস্যার কারণে আমরা একে অপরের দেখভাল করার জন্য সবসময় একসাথেই যাতায়াত করতাম। আমার যাতায়াতের খরচ এবং আতিথেয়তার ব্যয়ভার কে বহন করবে, সে বিষয়ে তখনো কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এত সামান্য একটি বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়াটা আমার কাছে বেশ দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল।

আইএমএক্স–এর প্রথম ডিনের (AA) দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে, আমার কোনো অধ্যাপক সহকর্মীর সাহায্যের আবেদন আমি খুব কমই প্রত্যাখ্যান করেছি। একজন তরুণ সহকর্মী, যাঁর নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে ডিন হিসেবে আমিও যুক্ত ছিলাম এবং যিনি তখন প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের দায়িত্বে ছিলেন, আমাকে সেই অনুষ্ঠানের জন্য কিছু নাম সুপারিশ করতে অনুরোধ জানালেন। কীভাবে সাড়া দেব তা বুঝে উঠতে না পেরে, আমি নিজেই নিজের জন্য অনলাইন নিবন্ধন ফর্মটি পূরণ করলাম, প্রয়োজনীয় নিবন্ধন ফি জমা দিলাম এবং ফর্মটি জমা দিয়ে দিলাম; আর এএভাবেই আমি সেই কর্মসূচির প্রথম এবং বয়োজ্যেষ্ঠ (৭১ বছর বয়সী) অংশগ্রহণকারী হয়ে উঠলাম। এই সবকিছুর পেছনে যে খরচ হলো, তা ছিল আমার এক মাসের পেনশনের প্রায় ৪০ শতাংশ; অথচ এই খরচটি যে আমাকে নিজের পকেট থেকে দিতে হয়েছে, এই কথা কারও মনেই আসেনি।

অনুষ্ঠানের আগের সন্ধ্যায় আমি নির্ধারিত সভাস্থলে গিয়ে পৌঁছালাম। ঠিক তখনই প্রোগ্রাম ডিরেক্টরের একটি ফোন পেলাম; তিনি জানালেন যে, পরদিন সকালে আমাকেই অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করতে হবে। আমি মনে মনে ভাবলাম, একজন সাধারণ অংশগ্রহণকারী কীভাবে কোনো

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে পারেন? এরপর সেই সহকর্মী ডিরেক্টরের সাথে কথা বললেন এবং একটি সমাধানও বেরিয়ে এল: সিদ্ধান্ত হলো যে, সকাল ৯:৩০-এ আমি একজন 'অতিথি' হিসেবে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করব এবং সকাল ১০:০০টায় মূল অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পর আমি একজন 'অংশগ্রহণকারী' হিসেবে তাতে যোগ দেব।

আদেশ অনুযায়ী আমি অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করলাম। যেহেতু সেদিন ছিল শিক্ষক দিবস, তাই আমি আইভি স্কুল (Ivey School) থেকে আসা সেই শ্রদ্ধেয় বিশেষজ্ঞকে, যিনি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিলেন, মোড়কে রাখা একটি স্মারক দিলাম। তিনি যখন সেটি খোলার চেষ্টা করলেন, আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি নিজের ঘরে গিয়েই সেটি দেখেন। চা-বিরতির সময় আমি বিশেষজ্ঞকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি আমাকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ না জানান, কারণ আমার বিশাল (?) শিক্ষাগত অভিজ্ঞতার কারণে হয়তো অন্যদের শেখার প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তিনি আমার এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

শেষ দিনে সমাপনী অধিবেশন শেষ হওয়ার পর, আইভি স্কুলের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আমাকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি অংশগ্রহণকারীদের এই বইটি দিলেন না কেন?" আমি মৃদু হাসলাম। এটি ছিল 'কেস মেথড' (Case Method) বিষয়ক একটি বই, যেখানে এই পদ্ধতির বিভিন্ন দিক, যেমন: কেস মেথডের মাধ্যমে ক্লাশে শেখানো, কেস রচনা, 'টিচিং নোট' বানানো, ইত্যাদি, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। বইটিতে শিক্ষার্থীদের কেস রচনার দু'টি কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতার কথাও ছিল, যেমন এই শিক্ষণ পদ্ধতির সুফল এবং প্রয়োজনীয় সতর্কতার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছিল। এছাড়া, কেস রচনা কীভাবে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে (Faculty Development) সহায়তা করে, সে সম্পর্কে অনেকগুলো ঘটনার বিবরণও এতে ছিল। এটি ছিল আমার রচিত 'কেস অ্যানালিসিস অ্যান্ড ইনস্ট্রাক্টরস গাইড'-এর একটি পরিমার্জিত সংস্করণ; ২০ বছরেরও বেশি সময় আগে প্রকাশিত আমার 'স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট' বিষয়ক কেস বইয়ের (যা কোনো ভারতীয় শিক্ষকের লেখা প্রথম কেস বই ছিল) অংশ হিসেবে আমি এটি লিখেছিলাম।

পরিশেষে, আমার অবসর গ্রহণের প্রায় ৬ বছর পরে, আমি আইএমএক্স-এ একটি 'অধ্যাপক-অধ্যাপিকা উন্নয়ন কর্মসূচির' (Faculty Development Exercise) অংশ নেওয়ার সুযোগ পেলাম। আমার সেই স্বপ্নটি অবশেষে সত্যি হলো—যদিও এর উপযোগিতা ছিল খুবই সামান্য; কারণ গত চার বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবে একটি সুফল আমি ঠিকই পেলাম: আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম এই ভেবে যে, 'কেস মেথড' পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আমি এতদিন যে দায়িত্ব পালন করে আসছিলাম, তা ঠিকই করেছিলাম!